উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন
(GAP-Good Aquaculture Practices)

নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনে করণীয়

- ❑ চিংড়ি ঘেরে পানির গভীরতা কমপক্ষে ৩ফুট বজায় রাখুন।
- ❑ নিরাপদ ও দুষণ মুক্ত পানিতে চিংড়ি চাষ করুন।
- ❑ দুই ফসলের বিরতিতে পানি শুকিয়ে কালো কাদা অপসারণ করে ঘের প্রস্তুত করতে হবে।
- ❑ চিংড়ি চাষকালীন সময়ে পানির পরিবেশ বা গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।
- ❑ চিংড়ি ঘেরে গোবর ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❑ চিংড়ি ঘেরে নিয়মিত পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করতে হবে।
- ❑ চাষকালীন সময়ে পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামী রাখতে হবে।
- ❑ গলদা চিংড়ি ঘেরে রুই (২), কাতলা (১/২) এবং সিলভার কার্প (২/১) শতাংশে ৫টি মজুদ করতে হবে।
- ❑ চিংড়ি পিএল (PL) এর বাঁচার হার বৃদ্ধির জন্য ঘেরে মজুদের পূর্বে নার্সিং করতে হবে।
- ❑ নার্সিং-এ প্রত্যহ ৪বার প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- ❑ নার্সিংকৃত পিএল বাছাই করে ঘেরে মজুদ করলে কাঙ্খিত উৎপাদন হবে।
- ❑ চিংড়ি ঘেরে সঠিক ঘনত্বে পিএল মজুদ করতে হবে।
- ❑ পিএল সরবাহকৃত হ্যাচারীর নাম এবং পিসিআর (PCR) টেষ্ট রিপোর্ট থাকতে হবে।
- ❑ হ্যাচারীর সুস্থ সবল ও নিরোগ গলদা চিংড়ি পিএল মজুদ করতে হবে।
- ❑ অধিক ঘনত্বে চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ্যারেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ❑ মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সধারী খাদ্য বিক্রেতার নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করতে হবে।
- ❑ চিংড়ির চাহিদা অনুযায়ী সুষ্ঠু খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- ❑ খাদ্য আইনে চিংড়ি খাবারে ঔষধ/রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার বিধিনিষেধ অনুসরণ করতে হবে।
- ❑ প্যাকেটে খাদ্যের গুণগত মান বা প্রয়োজনীয় উপাদান ও খাদ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।
- ❑ খাদ্যে দূষণ প্রতিরোধ ও গুণগতমান বজায় রাখতে পাকা মেঝেতে পাটাতনের উপর খাদ্য রাখতে হবে।
- ❑ চিংড়ি ঘেরে শামুক বা শামুকের মাংস ব্যবহার করা যাবেনা।
- ❑ নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ❑ নিয়মিত চিংড়ির খাবার গ্রহণ এবং বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ❑ চিংড়ির রোগাক্রান্ত বা রোগের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ❑ রোগ হলে তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
- ❑ চিংড়ি ঘেরে অনুমোদিত ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও প্রবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।
- ❑ লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান থেকে অনুমোদিত ঔষধ ক্রয় করতে হবে।
- ❑ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলিং এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যাহারকাল অনুসরণ করতে হবে।
- ❑ আহরণের কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।
- ❑ আহরণের পূর্বে পরিবহনের পাত্র, বরফ এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।
- ❑ চিংড়িতে যে কোন ধরণের পুশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❑ আহরণোত্তর পরিচর্যা এবং পরিবহনে উত্তম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।
- ❑ চিংড়ি ঘেরে কর্মরত শ্রমিককে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
- ❑ মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রাপ্ত চিংড়ি ডিপো বা আড়তে বা ফ্যাক্টরিতে চিংড়ি বিক্রয় করতে হবে।
- ❑ আপনার চিংড়ি, আপনার সম্পদ; দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিতে আপনার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করুন।

প্রচারে ঃ জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, নড়াইল। ফোনঃ ০২৪৭৭৭৭৪০৩৩ (অ)
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০২১